-: যোগাযোগ পদ্ধতি :-

-: সূচীপত্র :-

1. ভূমিকা।
2. যোগাযোগের ধারণা।
3. যোগাযোগের প্রক্রিয়াসমূহ।
4. উপসংহার।

-:ভূমিকা :-

যোগাযোগ হল তথ্য ও মনের ভাব আদানপ্রদান- এর প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া একপক্ষ অপরপক্ষের নিকট তথ্য বা সংবাদ প্রেরণ করে, এবং অপরপক্ষ তা অনুধাবনের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া করে। এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই বোঝা যায় প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।

জন ডিউই- এর মতে, যোগাযোগ স্থাপন হল পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়- এর প্রক্রিয়া, যতক্ষণ না পরস্পরের অভিজ্ঞতা সমান হয়।

-: যোগাযোগের ধারণা:-

যোগাযোগ বা COMMUNICATION কথাটি এসেছে লাতিন শব্দ COMMUNICARE থেকে। যার বাংলা অর্থ সকলের কাছে উপস্থাপন করা।

প্রত্যেক মানুষেরই কিছু চিন্তা, ধারণা ও অনুভূতি থাকে, যা সে অন্যের সাথে ভাগ করে নিতে চায়। তাই পারস্পরিক বোঝাপড়া তৈরী করতে তথ্য, ধারণা , মতামত বা আবেগের বিনিময় হল যোগাযোগ।

-: যোগাযোগ প্রক্রিয়াসমূহ:-

যোগাযোগ একটি জটিল, পদ্ধতিগত ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেগুলি যোগাযোগের প্রক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। নিম্নে প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল ---

1. প্রেরক (Sender)
2. বার্তা (Message)
3. সংকেতীকরণ (Encoding)
4. মাধ্যম (Channel)
5. প্রাপক (Receiver)
6. সংকেত মুক্তকরণ (Decoding)
7. প্রতিক্রিয়া (Feedback)

By Debkumar
গ্রাহক
(Receiver)
মাধ্যম
(Channel)
সংকেত যুক্তকরন
(Encoding)
সংকেত মুক্তকরন
(Decoding)
প্রেরক (Sender)
প্রতিক্রিয়া
(Feedback)
01
02
03
04
05
06

1. **প্রেরক (Sender) :-**

প্রেরক হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি যোগাযোগ প্রক্রিয়াটি শুরু করেন। তিনি বার্তা তৈরী করেন এবং বার্তা পাঠান। ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি বার্তার প্রতিনিধিত্ব করেন।

2. **বার্তা (Message) :-**

প্রেরক যা প্রেরণ করতে চান তাই বার্তা। বার্তাটি মৌখিক-অমৌখিক দুই রকমই হতে পারে। যেভাবেই প্রেরণ করুক না কেন বার্তাটিকে স্পষ্ট হতে হবে।

3. সংকেতীকরণ (Encoding) :-

কোনো তথ্য বা মতবাদকে পাঠাতে হলে সেটিকে সংকেত আকারে পাঠাতে হবে। এই সংকেত যোগাযোগ প্রক্রিয়ার গোপনীয়তা বজায় রাখতে সহায়তা করে। সংকেতটি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে সংকেতটি যাতে পরিস্থিতির সাথে উপযুক্ত হয়।

4. মাধ্যম (Channel) :-

যোগাযোগ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মাধ্যম। কারণ মাধ্যম হল এমন একটি পথ যার মধ্যে দিয়ে প্রেরকের প্রেরিত বার্তা গ্রাহকের কাছে পৌঁছায়। এই মাধ্যম শ্রবণ মূলক, দৃষ্টি মূলক, স্পর্শ মূলক প্রভৃতি হতে পারে।

5. **প্রাপক (Receiver) :-**

যোগাযোগ প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান দিক হল গ্রাহক বা প্রাপক। প্রাপক হল সেই ব্যক্তি যিনি বার্তা গ্রহণ করেন। তবে বার্তা এমন প্রেরণ করতে হবে যা গ্রাহক বুঝতে পারে। সম্পূর্ণ যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় গ্রাহকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

6. **সংকেত মুক্তকরণ (Decoding):-**

প্রেরক যে বার্তা সংকেতের মাধ্যমে গ্রাহকের কাছে প্রেরণ করেন, সেই বার্তার অর্থ অনুধাবন করতে গ্রাহক বার্তাটির সংকেত মুক্তকরণ করেন।

7. **প্রতিক্রিয়া(Feedback) :-**

সম্পূর্ণ যোগাযোগ প্রক্রিয়া তখনই সুসম্পন্ন হয় যখন প্রাপক প্রতিক্রিয়া দিতে সক্ষম হয়।

উপসংহার (Conclusion):-

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, যোগাযোগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি উপাদানেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবদান আছে। সকল উপাদানগুলির সংযোগে যোগাযোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে।

Dr. Prahllad Gain
Assistant Professor
Department of Education
Mahitosh Nandy Mahavidyalaya
Contact No.- 9735285567
E-mail- prahlladgain@gmail.com